জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ

জীববৈচিত্র্যের সাথে দারিদ্রতা ও ক্ষুধার যোগসূত্র

জলবায়ু পরিবর্তন জীববৈচিত্র্যের উপর হুমকি স্বরূপ যা জাতিসংঘের মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) বা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথে বাধা স্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতা হ্রাস এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ রক্ষনাবেক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য ১ ঃ ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র থেকে মুক্তিলাভ করা; সহস্রাব্দের প্রথম উন্নয়ন লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র দূরীকরণ। এমডিজি ১ এর অন্তর্ভূক্ত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে-

- দিনে এক ডলারের কম আয় করে এমন লোকের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা
- ক্ষুধায় জর্জরিত এমন লোকের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকাঃ

কোন রকমে জীবন নির্বাহ উপযোগী জীবিকার মানুষেরা প্রায়ই তাদের জীবিকার জন্য জীববৈচিত্র্যের উপর সরাসরি বেশী পরিমানে নির্ভর করে। যে উপায়ে গরীব পরিবার তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে এবং আয় রোজগার করতে পারে তা প্রায়ই প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত পেশাভিত্তিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, জনসাধারণের জন্য ভোগ্য এজমালি সম্পদ সমূহ যেমন মৎস সম্পদ, পশুচারণ ভূমি, অথবা বনজ সম্পদ- খাদ্য, ঔষধ, জ্বালানী, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, গো-মহিষাদির জন্য খাদ্য, নির্মাণ সামগ্রী এবং অর্থ আয়ের উৎস সরবরাহ করতে পারে। এই কারণে যখন প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনতি ও জীববৈচিত্র্যে হানি ঘটে কিংবা এগুলোর ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা হয় তখন গরীব মানুষেরা তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জীববৈচিত্র্য সম্পদ ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রমশ আরও অধিক হারে মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসছে। এই প্রকল্পের অনেকগুলোই বিকল্প জীবিকা ভিত্তিক যা বিভিন্ন প্রকার ঘাস, নলখাগড়া, ও কাঠহীন বনজ সামগ্রীর টেকসই ব্যবহারের উপর নিভর করে থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষনাবেক্ষণ এবং বৃদ্ধির জন্যও জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ন।

একটি টেকসই ও উৎপাদনশীল কৃষিব্যবস্থা এবং পরবর্তীতে ক্ষুধা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে ভালো মাটি, বিশুদ্ধ পানি, জেনেটিক সম্পদের বৈচিত্র্যময় সম্ভার এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াসমূহ অক্ষুন্ন রাখা এবং এগুলোর রক্ষনাবেক্ষণ করা। জেনেটিক বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা প্রান্তিক জমির জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে অভাব এবং কম উর্বর মাটির কারনে স্থানীয় কৃষি এবং পশু চারণ পেশা সমূহের অক্ষুন্ন রাখার জন্য জেনিটিক অভিযোজন করতে হয়। এ ধরনের প্রতিকূল অবস্থার সাথে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জমিতে অবস্থিত কৃষি সম্পদ ছাড়াও জীববৈচিত্র্যের অন্যান্য অংশ রক্ষা করা প্রয়োজন। যে সকল জীববৈচিত্র্য সমূহের এরূপ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন মৎস্য সম্পদ তার মধ্যে একটি। প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবস্থাসমূহ যেমন জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ এবং প্রবাল প্রাচীর ইত্যাদি মাছের বাসস্থান; তাদের রক্ষনাবেক্ষনের উপর মাছের উৎপাদন নির্ভর করে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণের প্রক্রিয়ার উপরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গরীব মানুষের জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ (পানি, বাসস্থান ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি) কমে আসবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

UNDP

Climate Change Cell

Department of Environment

DFID Department for International Development

প্রথাগত খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতির উপরও জলবায়ু পরিবর্তন একটি বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলে বিশ্বের গরীব মানুষদের খরা, বন্যা, অসুখ ইত্যাদি সমস্যায় অধিকতর বিপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রমভিত্তিক উৎপাদনশীলতার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করবে এবং অর্থ উপার্জনের সুযোগ কমিয়ে দারিদ্রতা আরও বাড়িয়ে তুলবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটবে। অনেক অঞ্চলে পরিবর্তিত বৃষ্টিপাতের বিন্যাস ও চরম আবহাওয়া জনিত ঘটনার দরুন ফসলের উৎপাদন কমে যেতে পারে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চল নিমজ্জিত হওয়া এবং লবনাক্ত পানি প্রবেশের জন্যও কৃষি উৎপাদনশীলতা কমে যেতে পারে। প্রবালের ক্ষয় এবং ক্রমশ অধিকতর হারে বিচূর্ণীভূত হওয়ার দরুন মৎস সম্পদ হ্রাস পেতে পারে যার পরবর্তী ফল স্বরূপ খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। প্রাকৃতিক বাসস্থানের পরিবর্তনের ফলে এখনই শিকার থেকে আমিষের প্রাপ্যতার উপর বিশেষভাবে সুমেরু অঞ্চলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য নং-১ অর্জনের প্রয়োজনীয় বিবেচনা সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে বিপন্ন মানুষদের অভিযোজনের একটি চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, পুর্নবাসন এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার পদক্ষেপগুলো। উদাহরণ স্বরূপ, ম্যানগ্রোভ বন ক্রমবর্ধমান সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং সামুদ্রিক ঝড়ের কবল থেকে উপকূলীয় অঞ্চলকে রক্ষা করে। ১৯৯৪ সাল থেকে ভিয়েতনামের রেডক্রসের জাতীয় বিভাগ স্থানীয় জনগোষ্ঠির সাথে কাজ করে যাচ্ছে ম্যানগ্রোভ বন পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে। আনুমানিক প্রায় ১২,০০০ হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভ গাছ রোপন করা হয় এবং লক্ষনীয় বিষয় এই যে, যদিও গাছ রোপন এবং রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ ১.১ মিলিয়ন ইউ,এস.ডলার বেঁচে যায় যা কিনা বন্যা নিরোধক বাধেঁর রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করতে হতো। শুধু এই নয়, ২০০০ সালে সংঘটিত ভয়াবহ উয়োকং (Wukong) ঘূর্ণিঝড়ের সময়, প্রকল্পের আওতাধীন এলাকাসমূহ নিরাপদ থাকে কিন্তু পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহে বিপুল জান-মাল ও জীবিকার ক্ষতি হয়। ভিয়েতনামের রেডক্রসের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৭.৭৫০ পরিবার ম্যানগ্রোভ বন পূর্ণবাসনে লাভবান হয়েছে। তারা তাদের খাদ্য তালিকায় যেমন আমিষের পরিমান বৃদ্ধি করতে পেরেছে তেমন কাঁকড়া, চিংড়ী এবং শামুক বিক্রি করে কিছু বাড়তি আয়ও করতে সমর্থ হয়েছে।

ঐতিহ্যময় শস্য প্রকারভেদ রক্ষনাবেক্ষণ করা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মানানসই শস্য প্রকার ভেদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। ভারতের উড়িষ্যার জয়পুর অঞ্চলে এম.এস. স্বামীনাথন গবেষণা ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উপজাতীয় সম্প্রদায় টেকসই খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। এজন্য তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজভিত্তিক শস্যবীজ ব্যাংক। এই প্রকল্প ঐ সম্প্রদায়ের বাগানগুলোতে অতিমাত্রায় ব্যবহৃত ঔষধী গাছের চাষবাদ করতে

অনুপ্রানিত করে যাতে স্থানীয় বনসম্পদের উপর নির্ভরতা হ্রাস পায় এবং বনের ক্ষতিও কম হয়।

ঔষধী গাছ ও সনাতনি ধানের প্রকার সমূহ বেচাকেনার জন্য বাজার সৃষ্টি ও লাভজনক আয়ের পথ তৈরী করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজনের বিভিন্ন পন্থায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী জীববৈচিত্র্যই শুধু নয় তদুপরি স্থানীয় জনগণ এবং বিশেষত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী জীববৈচিত্র্যকেও বিপদাপন্ন করে তুলছে। উদাহরণ স্বরূপ, আফ্রিকার সাভানা থেকে উপরের বলগাহরিণ চারণভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত পশুচারণ ভূমি গুলোতে ভিনদেশী আগ্রাসী (invasive) প্রজাতি এখনই স্থানীয় প্রজাতির গঠনতন্ত্র বদলে দিচ্ছে। আর এই প্রজাতি গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং গৃহপালিত পশু সম্পদ ভিত্তিক জীবিকা বিপন্ন করে তুলছে। সুমেরু অঞ্চলের ইনউইট জনগোষ্ঠী এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের জনগণ বিভিন্ন প্রজাতি হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা অনুভব করতে পারছে কারন এর ফলে তাদের মাছ ধরা ও শিকার ভিত্তিক জীবিকাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

যদি সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য ১ অর্জন করতে হয় তবে জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তনকে খাদ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও দারিদ্র দূরীকরণ কৌশলে অন্তর্ভূক্ত করে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব জীববৈচিত্র্য দিবস ২০০৭ উযাপন উপলক্ষ্যে জাতি সংঘের পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP) কর্তৃক Biodiversity, Climate Change and the Millennium Development Goals (MDGs) এর ৫টি তথ্যপত্রের প্রথমটি (Biodiversity and Climate Change: Links with Poverty and Hunger) অবলম্বনে রচিত।

পুস্তিকাটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল এর পক্ষে সাসটেইন্যাবল ডেভলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার (SDRC) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত।

জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ

শিক্ষা ও নারী-পুরুষ সমতার সাথে যোগসূত্র

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিবেশ (Ecosystem) ও জীববৈচিত্র্য অস্বাভাবিক মাত্রায় উষ্ণতা বাড়ার কারণে পরিবর্তিত জলবায়ুর মুখে বিপন্ন। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের জনগণের স্থিতিশীল জীবন-যাপন নিশ্চিত করতে অর্থাৎ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Millennium Development Goals/ এমডিজি) অর্জনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপন্নতা হ্রাসে ও এমডিজি অর্জনে অপরিহার্য।

এমডিজি ২ ঃ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

দ্বিতীয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যটি হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে সকল ছেলে মেয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করবে।

এমডিজি ৩ ঃ নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন উৎসাহিত করা

তৃতীয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যটি হল ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে নারী-পুরুষ অসমতা দূর করা।

জীববৈচিত্র্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নারী-পুরুষ সমতা আনতে সাহায্য করে

প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও তা থেকে সেবা পেতে নারী ও শিশুদের বাড়ীতে নির্দিষ্ট কিছু কাজে বেশী সময় ব্যায় করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিবেশ তথা জীববৈচিত্র্য বদলে গিয়ে এই সম্পদের প্রাপ্তি বা সংগ্রহ কষ্টসাধ্য ও অনিশ্চিত করতে পারে। নারী ও শিশুদের জীবনধারন ও পারিবারিক প্রয়োজনে এই খাতে আরো বেশী সময় নিয়োজিত থাকতে হবে। ফলে শিক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যহত হতে পারে যার ফলে নারী-পুরুষ সমতা অর্জন কষ্টসাধ্য হয়ে দাড়াবে।

বন-জঙ্গল, ঝোঁপ-ঝাড়, জলাশয় ইত্যাদি যদি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিবেশের অবক্ষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে নারী ও শিশুদের খাবারের পানি ও জ্বালানীকাঠ সংগ্রহে অধিক সময় ও মনোযোগ দিতে হবে। নারীরা প্রকৃতি থেকে অনেক রকম ফল-মূল, শস্য ও শাক-সবজি সংগ্রহ করে পরিবারের পুষ্টি রক্ষায় ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এগুলোর প্রাপ্তি ও গ্রহণ শিক্ষার মান ও অংশগ্রহণের হার উভয়ের উপর প্রভাব ফেলে।

UNDP

Climate Change Cell

Department of Environment

DFID Department for International Development

এছাড়াও কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের যোগসূত্র রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট খাদ্য উৎপাদনের ৬০-৭০ ভাগ আসে কৃষিকার্যে নিয়োজিত নারীদের মাধ্যমে। তাই নারীদের জীবিকা নিশ্চিত করতে কৃষিজমি ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এমডিজি ২ ও ৩ অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের কারণে স্কুলের অবকাঠামোসহ আসা-যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাড়ায়, যার ফলে ছেলে মেয়েদের স্কুলে আসায় বিঘ্ন ঘটে। নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার কারণে অনেক পরিবার বাস্তুহারা হয় বা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এতেও অনেকের শিক্ষাগ্রহণ ব্যহত হয়।

আয় ও স্বাস্থ্যর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারনেও শিক্ষা কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। স্বাস্থ্য অবনতি ও অসুখ-বিসুখ ছেলে মেয়েদের স্কুলে আসা ও শেখার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

জলবায়ু পরিবর্তন জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় ঘটাবে, ফলে নারী ও শিশুদের কাজের বোঝা বাড়বে ও সময় লাগবে বেশী। শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও আরো অন্যান্য যে সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয় তার জন্য সময় পাওয়া কমে যাবে।

এমডিজি ২ ও ৩ অর্জনে জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিবেচ্যসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে শিক্ষা ও নারী-পুরুষ সমতা ব্যহত হয় বলে আবহাওয়াজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা এমডিজি ২ ও ৩ অর্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ন। জীববৈচিত্র্য তথা প্রতিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ অনেক দুর্যোগ হ্রাস করে। প্রবাল প্রাচীর ও গরান বনের বেষ্টনী বন্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে

রক্ষা পাওয়ার প্রাকৃতিক উপায়। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে এই বেষ্টনী রক্ষা ও এর সমৃদ্ধি আরো জরুরী হয়ে উঠেছে ।

সেনেগালের একটি কৃষি পাইলট প্রকল্প থেকে ধারনা নেয়া যায় কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গৃহীত অভিযোজনের (Adaptation) পাশাপাশি গ্রীন হাউজ গ্যাস কমানো (Mitigation) সম্ভব। এছাড়াও আয় বৃদ্ধি, জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি, জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ও নারী-পুরুষ সমতা আনাও সম্ভব। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই খামার প্রকল্পে সময়ের সাথে হয়েছে বিবর্তন, খাপ খাওয়ানো ও অভিযোজনের সরজমিন পরীক্ষা। খামারের চারদিক ঘিরে ঝোঁপ দিয়ে বেষ্টনী তৈরী করা হয় যা দমকা ও জোড়ালো বাতাস থেকে রক্ষার মাধ্যমে খামারের ফসল উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ তৈরী করে।

এই প্রাকৃতিক বেষ্টনী বায়ুজনিত ভূমিক্ষয় ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কমায় ও কৃষকের রান্নার জ্বালানী সরবরাহ করে। যার ফলে পরিবারের নারী ও শিশুদের কাঠ সংগ্রহের বোঝা কিছুটা কমেছে। খামারের ফল ও সবজি উৎপাদন বেড়েছে। ফলে বিক্রীর পরিমানও বেড়েছে।

বিশ্ব জীববৈচিত্র্য দিবস ২০০৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP) কর্তৃক প্রকাশিত Biodiversity, Climate Change and the Millennium Development Goals (MDGs) এর ৫টি তথ্যপত্রের দ্বিতীয়টি (Biodiversity and Climate Change: Links with Education and Gender) অবলম্বনে রচিত।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল এর পক্ষে সাসটেইন্যাবল ডেভলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার (SDRC) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত।

জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ

স্বাস্থ্যের সাথে যোগসূত্র

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিবেশ (Ecosystem) ও জীববৈচিত্র্য অস্বাভাবিক মাত্রায় উষ্ণতা বাড়ার কারণে পরিবর্তিত জলবায়ুর মুখে বিপন্ন। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের জনগণের স্থিতিশীল জীবন-যাপন নিশ্চিত করতে অর্থাৎ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Millennium Development Goals/ এমডিজি) অর্জনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপন্নতা হ্রাসে ও এমডিজি অর্জনে অপরিহার্য।

এমডিজি ৪ঃ শিশু মৃত্যুহার হ্রাস

শিশু মৃত্যুহার ২০১৫ সালের মধ্যে বর্তমানের চেয়ে দুই তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনতে হবে।

এমডিজি ৫ঃ মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

২০১৫ সালের মধ্যে প্রসবজনিত মাতৃ-মৃত্যুহার বর্তমানের চার ভাগের তিন ভাগে নামিয়ে আনতে হবে।

এমডিজি ৬ঃ এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ

২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস রোগের বিস্তার বন্ধ করতে হবে।

২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়াসহ বড় বড় রোগে আক্রান্তের হার কমিয়ে আনতে হবে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা

মানুষের স্বাস্থ্য সুস্থ প্রতিবেশের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়টি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও মিলিনিয়াম ইকোসিস্টেম এ্যাসেসমেন্টের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোতে গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়াও এ প্রতিবেদন গুলোতে বলা হয় যে জীববৈচিত্র্য অপুষ্টি জনিত শিশু মৃত্যু মোকাবেলায় খাদ্য সরবরাহ করে। বায়ু, পানি ও মাটির বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান শোষন করে জীববৈচিত্র্য আবর্জনা নির্মূল ও পুষ্টিচক্র রক্ষা করে।

জীববৈচিত্র্য চিকিৎসা উপাদানের অন্যতম প্রধান উৎস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে আফ্রিকার ৮০ ভাগ মানুষ চিকিৎসার জন্য জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। এ সমস্ত ওষুধের বেশীর ভাগই এসেছে স্থানীয় উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে। আধুনিক ওষুধও উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীব থেকেই পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে ভেষজ চিকিৎসার চর্চা করা হয়। গ্রামাঞ্চলের একটা বড় জনগোষ্ঠী ভেষজ চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল। জীববৈচিত্র্য থেকে প্রাপ্ত ওষুধ অনেক সংক্রামক ও ভয়াবহ রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় কুইনাইনের ব্যবহার এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নতুন নতুন অনেক ওষুধ ভেষজ উপাদান থেকে আবিস্কৃত হচ্ছে।

UNDP

Climate Change Cell

Department of Environment

DFID Department for International Development

এমডিজি ৪, ৫ এবং ৬ অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদিতে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। ফলে বাহক বাহিত রোগের পরিমান বেড়ে যাচ্ছে। ম্যালেরিয়া, ডেংগু জ্বর, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে পানি ও খাদ্য বাহিত রোগ যেমন কলেরা, আমাশয় ইত্যাদির প্রকোপ বাড়ছে। সেই সঙ্গে তাপমাত্রা সম্পর্কিত মৃত্যুর হারও বাড়ছে। বাংলাদেশে দাবদাহে মৃত্যুর হার আগের চেয়ে অনেকগুন বেড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জীবের বিস্তারের ভৌগলিক বাধাগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে ইউরোপ আফ্রিকার অনেক সংক্রামক ব্যাধির বাহক এদেশে চলে আসছে এবং মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রোগ সংক্রামিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ফাইলেরিয়া এবং দক্ষিণপুর্ব ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়েছে। বন্যা ও খরার কারণে খাবার পানির গুণাগুণ নষ্ট হচ্ছে। ফলে পানিবাহিত রোগের কারণে শিশু মৃত্যুর হার বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন কমে যাচেছ, ফলে পুষ্টিহীনতা বাড়ছে।

এমডিজি ৪, ৫ এবং ৬ অর্জনে জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিবেচ্যসমূহ

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সহস্রাব্দ লক্ষ্য মাত্রাসমূহ অর্জনে জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো আবশ্যক। পরিবর্তীত জলবায়ু পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভেষজ উদ্ভিদ ও রোগের বাহকের উপর এর প্রভাব বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও সবল স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন একটি সুস্থ ও কার্যকর প্রতিবেশ। এই প্রতিবেশই নিশ্চিত করে বিশুদ্ধ পানি, ঔষুধের কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে আমাদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পথ প্রশস্ত করে।

ভারতের রাজস্থান গৃহীত একটি *জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প* জীববৈচিত্র্য ও স্বাস্থ্য রক্ষায় কার্যকর ও ফলপ্রসু হচ্ছে। এই প্রকল্পে পানি, কৃষি জীববৈচিত্র্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থানীয় জ্ঞান ও দক্ষতার চর্চা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শস্য বহুমুখী করণ, ভেষজ উদ্ভিদের চাষ, পানি আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উন্নততর প্রযুক্তি অবলম্বন এবং প্রকৃতি বান্ধব সার ও কীটনাশকের ব্যবহার। এর ফলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে মানুষের খাপ খাওয়ানো সহজ হয়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্ব জীববৈচিত্র্য দিবস ২০০৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP) কর্তৃক প্রকাশিত Biodiversity, Climate Change and the Millennium Development Goals (MDGs) এর ৫টি তথ্যপত্রের তৃতীয়টি (Biodiversity and Climate Change: Links with Health) অবলম্বনে রচিত।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল এর পক্ষে সাসটেইন্যাবল ডেভলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার (SDRC) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত।

জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ

টেকসই পরিবেশের সাথে যোগসূত্র

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিবেশ (Ecosystem) ও জীববৈচিত্র্য অস্বাভাবিক মাত্রায় উষ্ণতা বাড়ার কারণে পরিবর্তিত জলবায়ুর মুখে বিপন্ন। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের জনগণের স্থিতিশীল জীবন-যাপন নিশ্চিত করতে অর্থাৎ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Millennium Development Goals/ এমডিজি) অর্জনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপন্নতা হ্রাসে ও এমডিজি অর্জনে অপরিহার্য।

এমডিজি ৭ ঃ টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এমডিজি ৭ এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য সমূহ হচ্ছে

(১) দেশের নীতিমালা ও কর্মসূচীতে টেকসই উন্নয়নের মূলনীতিগুলো সমন্বিত করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হানি বন্ধ করা।

(২) ২০১৫ সালের মধ্যে সুপেয় পানি থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

(৩) ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত দশ কোটি বস্তিবাসীর জীবনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করা।

টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা

জীববৈচিত্র্য পরিবেশ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যা মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। উদাহরণ স্বরূপ, খাদ্য, ঔষধ, কাঁচামালসহ পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সেবাসমূহ যেমন পানির সরবরাহ, পুষ্টিচক্র, বর্জ্য পরিশোধন এবং পরাগায়ন ইত্যাদির উপর মানুষ নির্ভরশীল।

গত শতাব্দী জুড়ে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে বদলে নিজ কর্তৃত্বে নিয়ে জীববৈচিত্র্যকে কেবল নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করে লাভবান হয়েছে। তবে এসকল পরিবর্তনের ফলে মানুষের ভাল থাকা ব্যহত হচ্ছে। মিলেনিয়াম ইকোসিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং বিপন্ন পরিবেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্য হানি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, বিপন্নতা, সম্পদ হ্রাস এবং সামাজিক সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটায়।

টেকসই পরিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন এমডিজি ৭ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদের গুণাগুণ ও উৎপাদনশীলতা পরিবর্তিত হতে পারে। এই পরিবর্তন জীববৈচিত্র্য হ্রাস করবে এবং পরিবেশের আরও অবনতি ঘটাবে।

বৃষ্টিপাতের ধরণে পরিবর্তন, দীর্ঘমেয়াদী খরা, মিঠা পানির আধারে লবনাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদির ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা আরও প্রকট হতে পারে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে চাষযোগ্য জমি ডুবে যেতে পারে এবং বন্যা উপদ্রুত এলাকার মানুষ বাসস্থান হারিয়ে চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

UNDP

Climate Change Cell

Department of Environment

DFID Department for International Development

সাম্প্রতিককালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভানুয়াটু দ্বীপমালার লাটু গ্রামের সকল বাসিন্দাকে ক্রমবর্ধমান সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি থেকে বাঁচাতে নুতন স্থানে পূনর্বাসন করতে হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সহায়ক জীববৈচিত্র্যের উপরও প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন প্রজাতিকে অভিযোজনে বাধ্য করছে। বাসস্থান স্থানান্তর, জীবনচক্র পরিবর্তন, নুতন দৈহিক বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট গঠনের মধ্য দিয়ে যে সকল প্রজাতি অভিযোজনে ব্যর্থ হচ্ছে তারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

এমডিজি ৭ অর্জনে জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিবেচ্যসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। সাথে সাথে এটাও পরিস্কার যে জীববৈচিত্র্যও বিলুপ্ত হচ্ছে। জীববৈচিত্র্যের হ্রাস প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নিশ্চিতভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এর ফলে শুধু এমডিজি ৭ই নয়, অন্যান্য সকল এমডিজি অর্জনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ বিঘ্নিত হবে।

অপরদিকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর টেকসই ব্যবহার, এমডিজি ৭ অর্জন আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবসমূহকে বিবেচনায় না এনে এই কাজ করা সম্ভবপর নয়। জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের যোগসূত্রের ফলে সৃষ্ট টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনার সময় জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা উচিত। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির তীব্রতা হ্রাস এবং প্রয়োজনীয় অভিযোজনের জন্য দরকার তা এমডিজি ৭ অর্জনেও সাহায্য করে।

উদাহরণ স্বরূপ, পশ্চিম সুদানের খরাকবলিত বারা প্রদেশের ১৭টি গ্রাম মিলে ১৯৯২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সমাজ ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলের সাহায্যে অতিব্যবহৃত ও অধিকতর বিপন্ন চারণভূমিসমূহ পুনবার্সনের জন্য একটি প্রকল্প চালায়।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয়ভাবে একটি টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সৃষ্টি করা যা প্রান্তিক জমির অতিব্যবহার রোধ এবং চারণভূমির পুনর্বাসন উভয়ই সাধন করবে। জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, বাতাসে ধূলিকণার পরিমান হ্রাস এবং কার্বন আবদ্ধকরণের লক্ষ্য নিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৭০০ হেক্টর চারণভূমির উন্নতি করা হয় এবং সুষ্ঠুভাবে এদের ব্যবস্থাপনা করা সম্ভবপর হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ ও সামাজিক সম্পদসমূহ নিশ্চিত হওয়ায় ওখানকার জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সামর্থ বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়।

বিশ্ব জীববৈচিত্র্য দিবস ২০০৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP) কর্তৃক প্রকাশিত Biodiversity, Climate Change and the Millennium Development Goals (MDGs) এর ৫টি তথ্যপত্রের চতুর্থটি (Biodiversity and Climate Change: Links with Environmental Sustainability) অবলম্বনে রচিত।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল এর পক্ষে সাসটেইন্যাবল ডেভলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার (SDRC) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত।

জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ

বিশ্বজনীন সহযোগিতার সাথে যোগসূত্র

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিবেশ (Ecosystem) ও জীববৈচিত্র্য অস্বাভাবিক মাত্রায় উষ্ণতা বাড়ার কারণে পরিবর্তিত জলবায়ুর মুখে বিপন্ন। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের জনগণের স্থিতিশীল জীবন-যাপন নিশ্চিত করতে অর্থাৎ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Millennium Development Goals/ এমডিজি) অর্জনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপন্নতা হ্রাসে ও এমডিজি অর্জনে অপরিহার্য।

এমডিজি ৮ ঃ উন্নয়নের জন্য বিশ্বজনীন সহযোগিতা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ৮ অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের চাবিকাঠি। এটি উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গঠনের আহবান। এমডিজি ৮ এই প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্টভাবে আহবান করে -

- মুক্ত ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবসা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
- ভূ-বেষ্টিত স্বল্প উন্নত দেশসমূহের এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র সমূহের প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ
- টেকসই হবার নিশ্চয়তা
- যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং
- নতুন প্রযুক্তি এবং চিকিৎসার যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি

জীববৈচিত্র্য এবং উন্নয়নের জন্য বিশ্বজনীন সহযোগিতা

জীববৈচিত্র্যের স্থানীয় এবং বৈশ্বিক মূল্য উভয়ই রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর জীবিকাসমূহের প্রসার ও নিশ্চয়তার জন্য জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজন। বৈশ্বিক পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য পরিবেশের বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় বিষয় যেমন পানিচক্র ও পুষ্টিচক্র এবং খাদ্য ও ঔষধি পণ্য প্রস্তুত প্রভৃতিতে অবদান রাখে।

জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনা স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আর্ন্তজাতিক সকল পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে গৃহীত কার্যক্রম জীবের বাসস্থান ধ্বংস রোধ করে। এই সকল কার্যক্রম অনেকসময় স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত থাকে; যেমন, সমাজভিত্তিক পর্যটন এবং জীববৈচিত্র্য সম্পদের টেকসই আহরণ ভিত্তিক বিকল্প জীবকা ইত্যাদি। এরূপ প্রকল্পের একটি উদাহরণ হচ্ছে কেনিয়ার ইল নিগওয়েসি সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত এলাকা। জনগোষ্ঠীর মালিকানায় ও স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় এটি কেনিয়ার প্রথম পর্যটন কেন্দ্র। এই সংরক্ষিত এলাকার লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং একই সাথে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

ভিনদেশী প্রজাতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ ইত্যাদি হুমকিসমূহ মানুষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমে জীববৈচিত্র্যের এই সকল বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপি ভিনদেশী প্রজাতির তথ্য সংগ্রহ এবং কিওটো প্রোটোকল অনুমোদন এর অন্যতম উদাহরণ।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং উন্নয়নের জন্য বিশ্বজনীন সহযোগিতা

বিশ্বব্যাপি জলবায়ু পরিবর্তন উন্নয়ন পরিকল্পনায় দিনদিন আরও বেশী করে আলোচিত বিষয় হয়ে উঠছে। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার

UNDP

Climate Change Cell

Department of Environment

DFID Department for International Development

উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করে এই ঘোষনা করেন যে, "জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে সর্ববৃহৎ দীর্ঘমেয়াদী হুমকি যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে আজকের পৃথিবীকে"। এই পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্যের মত বিষয়ে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো স্থানীয় উন্নয়ন পদপেক্ষসমূহের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনকালে মূল উপাদান রূপে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন এবং ক্ষতির তীব্রতা হ্রাসে পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে। এটি এমন একটি প্রচেষ্টা যা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী অঙ্গীকার এবং সমন্বয়সাধন।

বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গঠন উৎসাহ দানকারী বিষয় হওয়া স্বত্ত্বেও, জলবায়ু পরিবর্তন চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহের ফলপ্রসূ ও টেকসই হবার পথে বিঘ্নকারকও বটে। বিশ্বব্যাংক এবং Organisation for Economic Cooperation and Deveopment (OECD) এর মত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রকল্প পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বিশ্লেষণ অর্ন্তভূক্ত করছে। এই ধরনের কার্যক্রম দ্বারা বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারনে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হতে আরম্ভ করেছে।

এমডিজি ৮ অর্জনে জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিবেচ্যসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের মধ্যকার যোগসূত্র বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কাজ করছে। জীববৈচিত্র্য শীর্ষক সম্মেলনে বিবেচ্য হওয়া ছাড়াও জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পরস্পর সম্পৃক্ততা বিষয়টি রিও (RIO) সম্মেলন সনাক্ত করেছে। বিশ্বব্যাপি সমন্বিত প্রচেষ্টা হচ্ছে জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার সমন্বয় সাধন করা যা সহস্রাব্দ উন্নয়নলক্ষ্যসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠি। এই পর্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং মরুকরণ বিষয়ক কার্যক্রম সহায়ক প্রকল্প গঠন এবং বাস্তবায়ন ও গবেষণার জন্য একটি যৌথ সমন্বয়কারী দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিপন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়তাসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনা করার উদ্দেশ্য নিয়ে সুমেরু অঞ্চল এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র সমূহের জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গঠনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে- যা এমডিজি ৮ এর আহ্বানকৃত লক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত।

সুমেরু অঞ্চলের জলবায়ুর প্রভাব নির্ধারন (Arctic Climate Impact Assessment) কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড,

আইসল্যান্ড, নরওয়ে, রাশিয়া, সুইডেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে করা। এই নিরীক্ষাকার্য অনুযায়ী সাম্প্রতিক জলবায়ু পরিবর্তন সুমেরু অঞ্চলের জীব প্রজাতির পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবার প্রক্রিয়ার একটি মারাত্মক হুমকি। সুনির্দিষ্টভাবে মেরু অঞ্চলের ভাল্লুক, এবং সুমেরু অঞ্চলের ৪০ লাখ অধিবাসীদের উপর এই নিরীক্ষাকার্য গুরুত্ব প্রদান করে। সুমেরু অঞ্চলে জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটেছে তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে এই অঞ্চলের বাইরে সংঘটিত বিভিন্ন কার্যকলাপের ফল। সুমেরু অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজনের জন্য পরিকল্পনা প্রকল্পের অধীনে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এই ধরনের নিরীক্ষা সম্পাদিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজনের জন্য ক্যারিবিয়ান এই প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য এবং উন্নয়ন বিষয়ে ১২টি দেশকে আন্তর্জাতিক একটি অংশীদারিত্বের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বিশ্ব জীববৈচিত্র্য দিবস ২০০৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতি সংঘের পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP) কর্তৃক প্রকাশিত Biodiversity, Climate Change and the Millennium Development Goals (MDGs) এর ৫টি তথ্যপত্রের পঞ্চমটি (Biodiversity and Climate Change: A Global Partnership for Development) অবলম্বনে রচিত।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল এর পক্ষে সাসটেইন্যাবল ডেভলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার (SDRC) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত।